সংক্রমণ প্রতিরোধ

(Infection Prevention)

শিক্ষণ উদ্দেশ্যঃ

প্রশিক্ষণ শেষে অংশগ্রহণকারীরা—

- সংক্রমণের প্রতিরোধের সংজ্ঞা, কারণ ও প্রতিরোধ বলতে পারবেন
- সংক্রমণ প্রতিরোধের পদ্ধতি সমূহ বলতে পারবেন
- এসেপসিস, এন্টিসেপসিস, জীবাণুমুক্তকরণ, পরিষ্কারকরণ, উচ্চমাত্রায় সংক্রামণমুক্তকরণ এর সংজ্ঞা বলতে পারবেন।
- সংক্রমণ প্রতিরোধের পদ্ধতি সমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবেন
- প্রসব স্থানে কিভাবে সংক্রমণ প্রতিরোধ করা যায় বলতে পারবে।
- বর্জ্য পদার্থের অপসারণের পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারবেন।

প্রয়োজনীয় জ্ঞানঃ

- সংক্রমণ প্রতিরোধের সংজ্ঞা
- সংক্রমণ প্রতিরোধের পদ্ধতি সমূহ
- প্রসব স্থানে সংক্রমণ প্রতিরোধ
- সংক্রমণ প্রতিরোধ সম্পর্কে সার্বিক সর্তকতা

প্রয়োজনীয় দক্ষতাঃ

- হাত ধোয়ার সঠিক পদ্ধতি
- গ্লাভ্স পরার সঠিক পদ্ধতি
- যন্ত্রপাতি পরিষ্কার এবং বিশোধন করার সঠিক পদ্ধতি
- বর্জ্য পদার্থের নিরাপদ অপসারণের সঠিক পদ্ধতি
- প্রসব কক্ষে সংক্রমণ প্রতিরোধ পদ্ধতি

প্রয়োজনীয় মনোভাবঃ

- সংক্রমণের কারণে প্রসবকালে গুরুতর জটিলতা এমনকি মৃত্যুও হতে পারে। এ জন্যে সেবাপ্রদানকারীগণ সংক্রমণ প্রতিরোধের সঠিক পদ্ধতি অবলম্বন করার ব্যাপারে সতর্কতা মেনে চলা।

প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থী প্রত্যাশিত যে কয়টি কার্যাবলী সম্পাদন করবেনঃ

- সঠিক ভাবে হাত ধুয়ে দেখাবেন
- সঠিক ভাবে গ্লাভ্স পরে দেখাবেন
- প্রসবের জন্য ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি পরিস্কার এবং বিশোধন করে দেখাবেন।
- ক্লোরিন ওয়াটার প্রস্তুত করতে পারবেন
- সঠিকভাবে প্রসবের বর্জ্য পদার্থের নিরাপদ অপসারন করতে পারবেন

সংক্রমণ প্রতিরোধঃ

সংজ্ঞাঃ সংক্রমণ প্রতিরোধ হচ্ছে সেই প্রক্রিয়া যা বিভিন্ন রোগ সৃষ্টিকারী জীবাণুসমূহের বিস্তারকে প্রতিহত করে। উদাহরন:- হাচি কাশির সময় রুমাল ব্যবহার করা।

সেপসিসের কারণঃ

সেপসিস কিভাবে হতে পারেঃ

- ভালোভাবে হাতে না ধুলে
- অপরিষ্কার পরিবেশে প্রসব করালে
- জীবানুমুক্ত নয় এমন হাত, যন্ত্রপাতি, ঔষধ ইত্যাদি প্রসব পথে ঢুকলে
- ঘন ঘন অথবা অপরিষ্কার ভাবে যোনিপথ পরীক্ষা করলে
- পানি ভাঙ্গার পর প্রসব দীর্ঘস্থায়ী হলে অথবা সময়ের পূর্বে পানি ভেঙ্গে গেলে
- প্রসব দীর্ঘস্থায়ী হলে
- ইপিসিওটমি দেয়া হলে অথবা পেরিনিয়াম ছিড়ে গেলে
- গর্ভপাতের পর গর্ভফুলের কিছু অংশ থেকে গেলে, অতিরিক্ত রক্তস্রাব হলে
- নবজাতকের নাভিতে অপরিষ্কার কিছু প্রয়োগ করলে

- মায়ের অসুস্থতা থাকলে যেমন, রক্তস্বল্পতা, যক্ষ্মা, যোনিপথের সংক্রমণ।

পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার নিয়মানুযায়ী মেনে সেপসিস প্রতিরোধ করাঃ

প্রসবের সময় ৩টি পরিস্কার মেনে চলাঃ

- পরিস্কার হাত
- পরিস্কার জায়গা
- পরিস্কার - যন্ত্রপাতি

  - কর্ডকাটা

- মা ও শিশুর পরিচর্যার আগে ও পরে হাত ধুতে হবে
- শুধুমাত্র প্রয়োজন হলেই যোনিপথে পরীক্ষা করতে হবে
- যোনিপথে পরীক্ষার সময় পরিস্কার এবং জীবাণুমুক্ত পদ্ধতি মেনে চলতে হবে
- প্রসব পূর্বে এবং প্রসবোত্তর সময় মহিলাদের যোনিপথের যত্ন নেয়া সম্পর্কে শিক্ষা দিতে হবে
- নবজাতকের নাভির যত্ন ওটিকা সম্পর্কে মাকে শিক্ষা নিতে হবে।
- পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা ও সংক্রমণ প্রতিরোধের ব্যাপারে নিজেকে একজন আদর্শ হিসেবে লোকজনের কাছে উপস্থাপন করতে হবে।

সংক্রমণ প্রতিরোধের পদ্ধতিসমূহঃ

১. জীবাণুমুক্ত প্রক্রিয়ায় কাজ করার অভ্যাস (Aseptic Method)

ক. হাত ধোঁয়া (Hand wash)

খ. প্রতিবন্ধকের ব্যবহার (Physical barrier)

গ. জীবাণু নাশকের ব্যবহার (Use of antiseptic)

ঘ. কোন কাজে সময় জীবানুমুক্ত পরিবেশ (maintaining sterile field)

ঙ. যথাযথ এন্টিবায়োটিকস এর ব্যবহার (use of appropriate anti-biotics)

২. সংক্রমণ প্রতিরোধের নীতিমাল মেনে চলা

ক. বিশোধন (Decontamination)

খ. পরিস্কারকরণ (Cleaning)

গ. উচ্চমাত্রায় সংক্রমণ মুক্তকরণ (High Level disinfection)

ঘ. কোন কাজে সময় জীবানুমুক্ত পরিবেশ (Sterilization)

৩. হাসপাতালে পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার (House keeping)

৪. বর্জ্য অপসরণ (Waste disposal)